তারাকান্দা
ভ্রমণ নির্দেশিকা

উপজেলা প্রশাসন
তারাকান্দা, ময়মনসিংহ

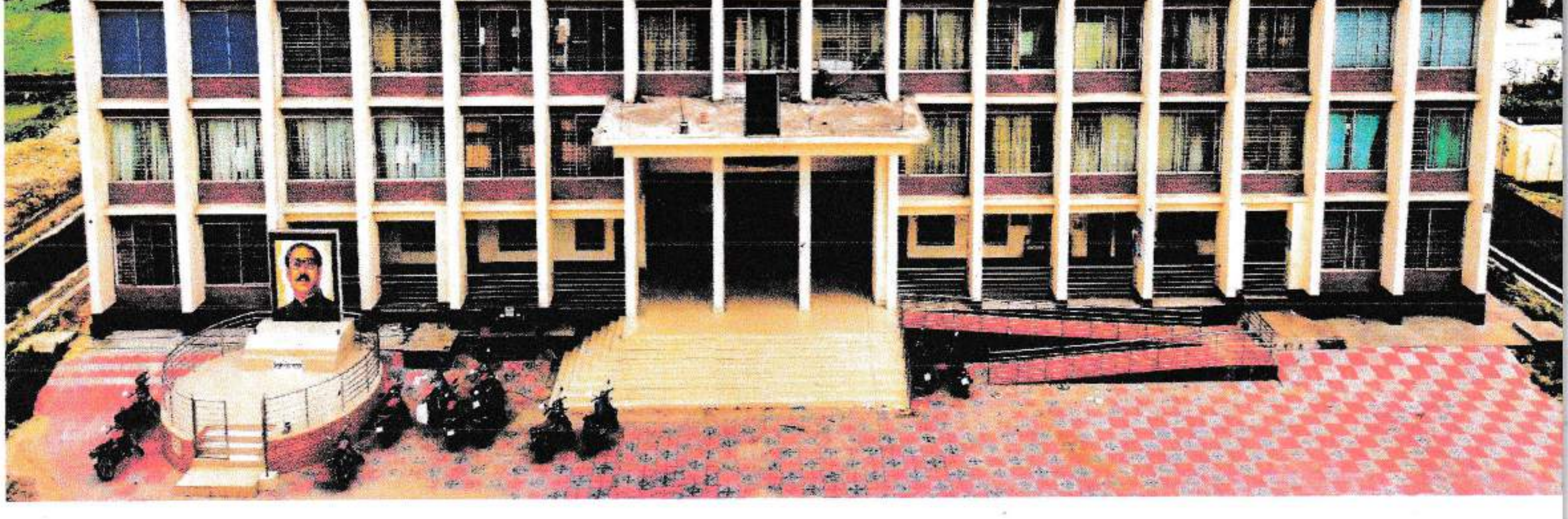

তারাকান্দা উপজেলা মানচিত্রে দর্শনীয় স্থান সমূহের অবস্থান

জিরো পয়েন্ট
শহীদ মিনার (তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড)

১. তারাকান্দা উপজেলা প্রশাসনিক ভবন
২. পুনুরিয়া পদ্ম বিল
৩. তারাকান্দা মডেল মসজিদ
৪. লাউটিয়া শিব মন্দির
৫. বাবুর বাড়ি
৬. মন পবনের গাছ
৭. কেন্দুয়া জামে মসজিদ
৮. ঢাকুয়া ক্যাথলিক মিশন
৯. নন্দলাল সিংহবাড়ী
১০. দাদরা বধ্যভূমি
১১. বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ
১২. সিদ্ধি কালিবাড়ী মন্দির
১৩. তালদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়
১৪. বিস্‌কা রেলওয়ে স্টেশন

https://mail.google.com/mail/u/0/

তারাকান্দা কমপ্লেক্স প্রশাসনিক ভবন

শেখ রাসেল ফোয়ারা

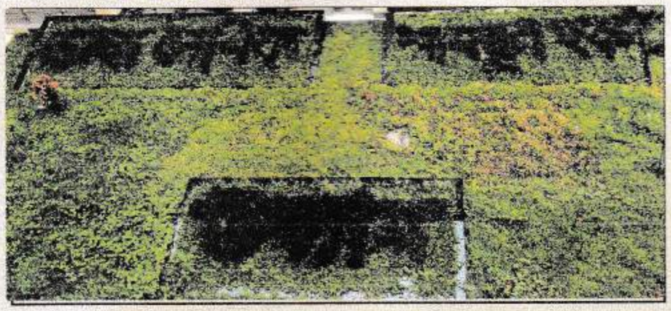

শামছুল হক উদ্যান

২০১৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তারাকান্দাকে উপজেলা ঘোষণা করার পর তারাকান্দা কমপ্লেক্স প্রশাসনিক ভবনটি নির্মিত হয়। বর্তমানে এই প্রশাসনিক ভবন থেকে উপজেলাধীন ১০টি ইউনিয়নের নানাবিধ সরকারি সেবা প্রদান সহ উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকারি সেবা গ্রহণের পাশাপাশি প্রশাসনিক ভবনের অভ্যন্তরে নব-নির্মিত 'শেখ রাসেল ফোয়ারা' ও 'ভাষা সৈনিক শামছুল হক উদ্যান' এর সৌন্দর্য্য আপনাকে বিমোহিত করবে।

যেভাবে যেতে হবে

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সা/অটো রিক্সার মাধ্যমে উপজেলা প্রশাসনিক ভবনে যাওয়া যায়।

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক দূরত্ব ০.৩ কিলোমিটার।

বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ

তারাকান্দা উপজেলার একমাত্র সরকারি কলেজ এটি। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ফুলপুর-তারাকান্দার পাঁচবারের সাংসদ, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, একুশে পদকপ্রাপ্ত ভাষা সৈনিক মরহুম শামছুল হক এম.পি।
এই কলেজ চত্বরে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

যেভাবে যেতে হবে

তারাকান্দা বাসষ্ট্যান্ড থেকে রিক্সা দিয়ে
কলেজ রোড যেতে হবে

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক দূরত্ব ০.২৫০ কিলোমিটার।

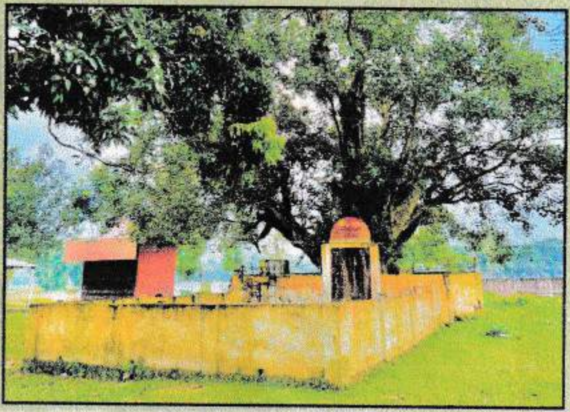

সিদ্ধি কালিবাড়ী মন্দির

ঢাকুয়া ইউনিয়নের কেন্দুয়া বাজারের কাছেই এর অবস্থান। মন্দিরটিতে প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষেরা পূজা দিয়ে আসছে। মাঘ মাসের শেষ শনিবার বা মঙ্গলবার বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটে এবং বিশাল গ্রামীন মেলার আয়োজন করা হয়।

যেভাবে যেতে হবে

তারাকান্দা বাসষ্ট্যান্ড থেকে বাস/সিএনজি/মটরসাইকেল যোগে
টিউকান্দা চৌরাস্তা যেতে হবে।

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক দূরত্ব ৪ কিলোমিটার।

তারাকান্দা মডেল মসজিদ

তারাকান্দা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি ২০২১ সালে ১০ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন। মসজিদটি ফুলপুর-তারাকান্দা মহাসড়কের পার্শ্বে তালদিঘী গ্রামে অবস্থিত।
মসজিদটি আধুনিক ইসলামিক স্থাপত্য শিল্পের অনিন্দ্য নির্দশন স্বরূপ আপনাকে বিমুগ্ধ করবে।

যেভাবে যেতে হবে

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সা/অটো রিক্সা অথবা মটরসাইকেল যোগে তালদিঘী মোড়ে যেতে হবে

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক দূরত্ব ০.৮ কিলোমিটার।

লাউটিয়া শিব মন্দির

লাউটিয়া গ্রামে অবস্থিত পরিত্যাক্ত এই মন্দিরটি তারাকান্দার সব থেকে প্রাচীনতম স্থাপনা। স্থানীয়দের ধারণা অনুযায়ী মন্দিরটি মোঘল আমলের শেষ দিকে তৈরী। মন্দিরের উপর জন্ম নেওয়া বটগাছ আর অপূর্ব স্থাপত্য শৈলীর সংমিশ্রণ সত্যি অনন্য যা তারাকান্দার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

যেভাবে যেতে হবে

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সা/অটো রিক্সা অথবা মটরসাইকেল যোগে ভূষাগঞ্জ বাজার হয়ে লাউটিয়া গ্রামে যেতে হবে।

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক দূরত্ব ৭ কিলোমিটার।

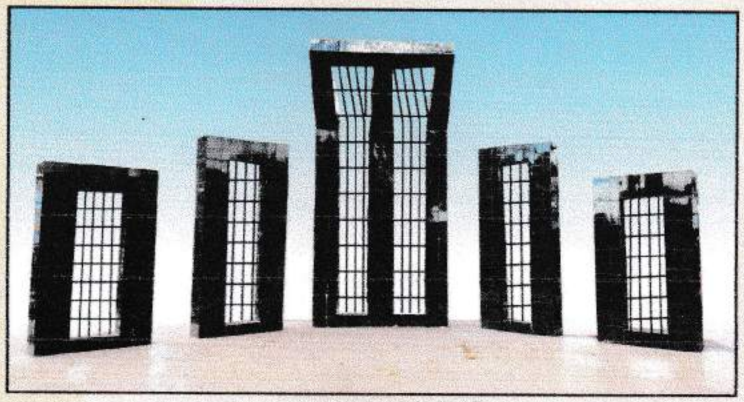

তারাকান্দা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

তারাকান্দা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটি তারাকান্দা জিরো পয়েন্টে অবস্থিত। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারীতে এখানে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়ে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। শহীদ মিনার চত্বরে রয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং ভাষা সৈনিক এম শামছুল হক এম.পি সাহেবের ম্যুরাল।

যেভাবে যেতে হবে

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড অথবা জিরো পয়েন্টে এর অবস্থান

পুনুরিয়া পদ্ম বিল

তারাকান্দা উপজেলার প্রশাসনিক ভবনের ঠিক পেছনেই নলদীঘি গ্রামে এর অবস্থান। সাধারণত আষাঢ় মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এই বিলে হাজার হাজার পদ্মফুল ফোটে যা আপনাকে নৈস্বর্গিক সৌন্দর্যে আচ্ছাদিত করে রাখবে।

যেভাবে যেতে হবে

তারাকান্দা উপজেলা প্রশাসনিক ভবনের পেছনের রাস্তা দিয়ে আধা কিলোমিটার পায়ে হেটে অথবা মটরসাইকেল যোগে যেতে হবে। পদ্ম বিল যাওয়ার জন্য নৌকা ব্যবহার করতে হবে।

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক দূরত্ব ১.৫ কিলোমিটার।

বাবুর বাড়ি

ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য ও বিধুভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ি যা বাবুর বাড়ি নামেই পরিচিত। ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য ছিলেন পেশায় ডাক্তার আর বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ছিলেন তৎকালীন চেয়ারম্যান। বাড়িটি প্রাচীন স্থাপত্য শৈলীর এক অনন্য নিদর্শন। কাকনি ইউনিয়নের দাদরা গ্রামে অবস্থিত বাড়িটি ভ্রমণ প্রিয় মানুষদের কাছে অতি পরিচিত।

যেভাবে যেতে হবে

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সা/অটো রিক্সা অথবা মটরসাইকেল যোগে দাদরা-তারাকান্দা সড়কে যেতে হবে।

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক দূরত্ব ৩.৫ কিলোমিটার।

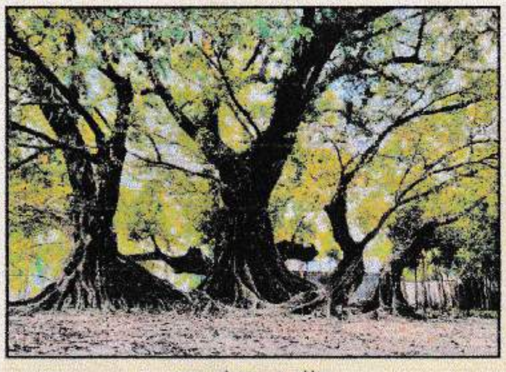

মন পবনের গাছ

ভূষাগঞ্জ বাজারের পাশে বানিহালা ইউনিয়নে অবস্থিত আনুমানিক ৩০০ বছর বয়সী বট গাছটিকে নিয়ে গ্রামীন লোকমুখে রয়েছে নানান কল্পকাহিনী। গ্রামের মানুষের কাছে এটি অচিন বৃক্ষ। নিজেদের চাওয়া-পাওয়ার জন্য মানত করা হতো বলে গাছটি মন পবনের গাছ নামে পরিচিত। গাছটির ছায়া সু-নিবিড় পরিবেশ বার বার ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে টেনে নেয়।

যেভাবে যেতে হবে

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সা/অটো রিক্সা অথবা মটরসাইকেল যোগে ভূষাগঞ্জ বাজারে যেতে হবে, বাজারের পার্শ্বেই এর অবস্থান।

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক দূরত্ব ৫ কিলোমিটার।

তালদিঘী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক এর পদধূলি সমৃদ্ধ বিদ্যালয়টি তারাকান্দা উপজেলার সব থেকে প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ। ১৯০১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

যেভাবে যেতে হবে

তারাকান্দা বাসষ্ট্যান্ড থেকে বাস/সিএনজি/মটরসাইকেল যোগে তালদিঘী স্কুলে যাওয়া যায়।

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক দূরত্ব ১ কিলোমিটার।

বিস্‌কা রেলওয়ে স্টেশন

তারাকান্দা উপজেলার একমাত্র রেলওয়ে স্টেশন বিস্‌কা রেলওয়ে স্টেশনটি ১০নং বিস্‌কা ইউনিয়নে অবস্থিত। ১৯১২-১৯১৮ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ-ভৈরব বাজার রেলওয়ে কোম্পানি ময়মনসিংহ-গৌরীপুর, নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ, শ্যামগঞ্জ-জারিয়া, গৌরীপুর-ভৈরব বাজার রেললাইন স্থাপন করে। এই সময় বিসকা রেলওয়ে স্টেশন তৈরী করা হয়।

যেভাবে যেতে হবে

তারাকান্দা বাসষ্ট্যান্ড থেকে বাস/সিএনজি/মটরসাইকেল যোগে বিস্‌কা রেলওয়ে স্টেশনে যাওয়া যায়।

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক দূরত্ব ২১ কিলোমিটার।

কেন্দুয়া জামে মসজিদ

লোকমুখে প্রচলিত ব্রিটিশ আমলে তৈরী মসজিদটি
কেন্দুয়া বাজারের আধা কিলোমিটার দূরত্বে মূল সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত।
ব্রিটিশ আমলের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ আজও দাড়িয়ে আছে কেন্দুয়া জামে মসজিদ।

যেভাবে যেতে হবে

তারাকান্দা বাসষ্ট্যান্ড থেকে বাস/সিএনজি/মটরসাইকেল যোগে
কেন্দুয়া বাজার যেতে হবে।

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার।

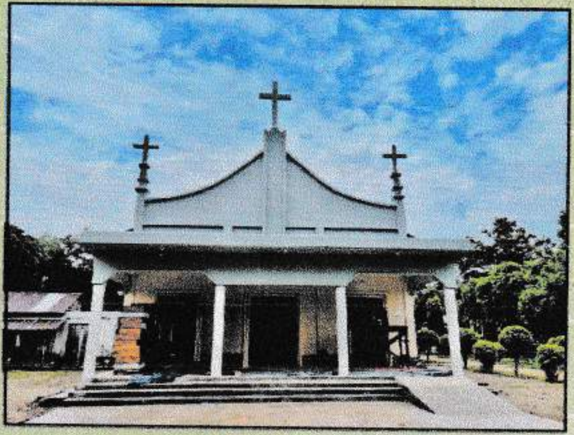

ঢাকুয়া ক্যাথলিক মিশন

খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের অন্যতম এই গীর্জাটি ঢাকুয়া ইউনিয়নে অবস্থিত।
গীর্জার ভিতরের প্রাকৃতিক পরিবেশ অসাধারণ। গীর্জাটির শৈল্পিক নির্মাণশৈলী অনিন্দ্য সুন্দর
যা আপনাকে আকৃষ্ট করবে।

যেভাবে যেতে হবে

তারাকান্দা বাসষ্ট্যান্ড থেকে বাস/সিএনজি/মটরসাইকেল যোগে
টিউকান্দা চৌরাস্তা যেতে হবে।

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক দূরত্ব ১৩ কিলোমিটার।

নন্দলাল সিংহবাড়ি

নন্দলাল সিংহ রায় বাংলা ১২৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৪৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর পরিবারের সবাই ভারতে চলে যান। বর্তমানে পরিত্যক্ত বাড়িটি ইতিহাসের ধারক ও বাহক। ভগ্নপ্রায় বাড়িটি আপনাকে ব্রিটিশ স্থাপত্য শিল্পের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করবে। তারাকান্দা ইউনিয়নের কয়ড়া গ্রামে এর অবস্থান।

যেভাবে যেতে হবে

তারাকান্দা বাসষ্ট্যান্ড থেকে বাস/সিএনজি/মটরসাইকেল যোগে কয়ড়া গ্রামে সিংহবাড়ী যেতে হবে।

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক দূরত্ব ৩.৫ কিলোমিটার।

দাদ্‌রা বধ্যভূমি

এটি কাকনি ইউনিয়নের দাদ্‌রা গ্রামে অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক এখানে গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২ ডিসেম্বর এখানে একসাথে ৫ জনকে হত্যা করা হয়েছিল মর্মে জানা যায়।

যেভাবে যেতে হবে

তারাকান্দা বাসষ্ট্যান্ড থেকে বাস/সিএনজি/মটরসাইকেল যোগে তারাকান্দা-দাদ্‌রা বাজার রোডে যেতে হবে।

তারাকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক দূরত্ব ৩ কিলোমিটার।

স্মরণীয় ও বরণীয় যারা

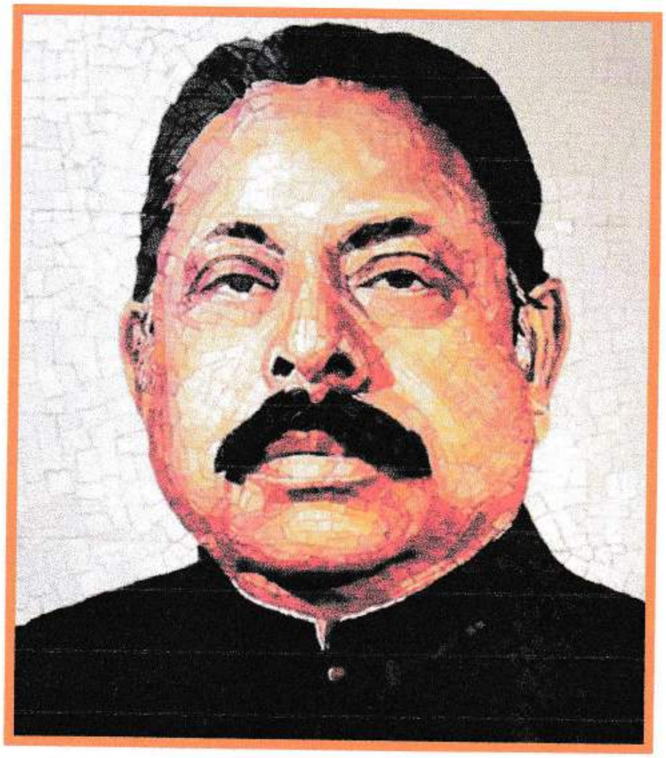

মরহুম ভাষা সৈনিক

এম শামসুল হক (এম.পি)

ভাষা সৈনিক এম শামসুল হক (২৯ জানুয়ারী ১৯৩০-২৭ মে ২০০৫) তারাকান্দা উপজেলার কামারিয়া ইউনিয়নে কামারিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই কিংবদন্তী রাজনীতিবিদ ছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও ফুলপুর-তারাকান্দা থেকে নির্বাচিত বারবার সংসদ সদস্য। তিনি ১৯৯৬ সালে পাট মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য ২০২১ সালে তাকে মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করা হয়।

স্মরণীয় ও বরণীয় যারা

বীর মুক্তিযোদ্ধা ননী গোপাল পন্ডিত

বীর মুক্তিযোদ্ধা ননী গোপাল পন্ডিত ছিলেন অনারারী মেজর, সাব সেক্টর কমান্ডার, ১১নং সেক্টর। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বর্তমান তারাকান্দা-ফুলপুর-হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া এবং পূর্বধলা অঞ্চলের অপারেশন ইনচার্জ হিসাবে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেন।

পরবর্তীতে ০১-১১-২০০৮ইং সালে ভারতে বসবাসরত অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

ধানকন্যা ড. তমাল লতা আদিত্য

বাংলাদেশে উন্নতজাতের ধান উদ্ভাবন ও জনপ্রিয়করণে অসাধারণ অবদান রেখেছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) পরিচালক ও প্রখ্যাত ধানবিজ্ঞানী ধানকন্যা ড. তমাল লতা আদিত্য। তিনি ধান প্রজননবিদ হিসেবে ব্রি ধান ৫৭, ব্রি ধান ৫৮, ব্রি ধান ৬৩, ব্রি ধান ৭০, ব্রি ধান ৮০, ব্রি ধান ৮১, ব্রি ধান ৮৮, ব্রি ধান ৯০ এবং ব্রি ধান ৯৫ ধানের জাতগুলো উদ্ভাবনে জড়িত ছিলেন। ঢাকুয়া ইউনিয়নের এই গর্বিত কৃতি সন্তান, বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক, আন্তর্জাতিক সিনাধিরা রাইস এওয়ার্ড সহ বহু পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। ৩০-০৯-২০২০ইং সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

নজরুল গবেষক এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

এ এফ এম হায়াতুল্লাহ ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলার কাকনী ইউনিয়নের বাগুন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি বিএডিসির চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) হিসেবে নিযুক্ত আছেন। বিএডিসিতে যোগদানের পূর্বে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব পদে নিয়োজিত ছিলেন। এর আগে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব ও উপ-সচিব, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন সমৃদ্ধ নজরুল গবেষক তাঁর রচিত 'অন্য রকম নজরুল', 'আমার নজরুল : প্রজন্মে প্রজন্মে', 'বাঙ্গালির নজরুল', 'অনাবিষ্কৃত নজরুল', 'নজরুল সিন্ধুর কয়েক বিন্দু,' 'শিশুবান্ধব নজরুল', 'নজরুল সাহিত্যের মণি মঞ্জুষা' শীর্ষক নজরুল বিষয়ক গ্রন্থ সমূহ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। তিনি বিশ্বখ্যাত নজরুল গবেষক উইনস্টন ই ল্যাংলি রচিত নজরুল বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

গীতিকার শহীদুল্লাহ্ ফরায়জী

তারাকান্দা ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন বিখ্যাত গীতিকার ও সুরকার শহীদুল্লাহ্ ফরায়জী। জীবনমুখী বাংলা গান লিখে সকল শ্রেণি পেশার মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছেন দেশবরেণ্য এই গীতিকার ও সুরকার। চার দশকেরও অধিক সময় ধরে নিরন্তর লিখে চলেছেন মর্মস্পর্শী গান। প্রয়াত সংগীত শিল্পী বারী সিদ্দিকীর অনেক বিখ্যাত গানের গীতিকার ও সুরকার তিনি। তার জনপ্রিয় গানের মাঝে "চন্দ্র সূর্য্য যত বড় আমার দুঃখ তার সমান, আমার মন্দ স্বভাব জেনেও তুমি কেন চাইলা আমারে" অন্যতম।